

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হিংসা ও বিদ্বেষ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজমা আক্তার

রোলঃ 23100120700

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হিংসা ও বিদ্বেষ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজমা আক্তার

রোলঃ 23100120700

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ হিংসা ও বিদ্বেষ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাজমা আক্তার, আইডিঃ 23100120700 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শাফাত কারীম

এরাবিক ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ হিংসা ও বিদ্বেষ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

নাজমা আক্তার

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আইডিঃ 23100120700

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

হিংসা ও বিদ্বেষ	5
শয়তানের গল্প	8
হিংসা থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব:.....	8
হিংসার ক্ষতিকর পরিণতি ও বৈধ হিংসা:	9
হিংসুক আল্লাহর বিরোধিতায় লিপ্ত:.....	11
হিংসা দূর করার কিছু উপায়:.....	12
অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত রাখার ফজিলত:.....	13
হিংসুকের পরিণতি:.....	15
তথ্য সূত্র :	16

হিংসা ও বিদ্বেষ

হাসাদ হল, কারো উন্নতি দেখে আন্তর্জালয় ভুগতে থাকা এবং তার ঐ বিষয়টা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কামনা করা

হজরত থানবী (রহ.)'হাসাদ'(হিংসা) সম্পর্কে বলেছেন। হাসাদ অত্যন্ত মন্দ ব্যাধি। আবার তা অত্যন্ত ব্যাপক।

সুফিয়ায়ে কেরাম হাসাদ কে তুলনা করেছেন আগুনের সাথে। আগুন যেমন জ্বালানোর মতো কিছু পেলে তা জ্বালাবেই যেমন কাঠে আগুন লাগল তো আগুন তা জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলবে। কিন্তু জ্বালানোর মতো কিনা পেলে সে নিজেকেই গ্রাস করতে থাকে এবং একসময় সে নিঃশেষ হয়ে যায়।

হজরত হাসান(রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন : আগুন যেমন জ্বালানি খায় তেমনি হিংসা ও বিদ্বেষ মানুষের নেকী খেয়ে ফেলে।

ইমাম গাযালী(রহ.) বলেন, হিংসা অনেক বড় গোনাহ। কেননা, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হিংসুক আল্লাহ তায়ালার ফয়সালার সন্তুষ্ট নয়। কারো উন্নতি দেখলে তার মনে আপত্তি জাগে যে, কেন সে আমার চেয়ে আগ্রগামী হয়ে গেল? অমুককে আল্লাহ কেন এই নেয়ামত দান করলেন? অথচ আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন এবং যে পরিমাণ দিয়েছেন সবই তার হেকমত ও কুদরতে র ফলাফল। অতএব এতে আপত্তি করার অর্থ হল আল্লাহ তায়ালার ফয়সালায় আপত্তি করা। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে -

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

“আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।” (সূরা আল-ফালাক: ৫)

হিংসার ক্ষতি

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

“তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, হিংসা করো না এবং দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নিলামের মূল্য বৃদ্ধি করো না। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।”

হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিতেন:

“হিংসা থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ হিংসা তোমার শত্রুর ক্ষতি করার আগেই তোমার নিজের ক্ষতি করবে।”

প্রখ্যাত আলেম ফকিহ সমরকান্দী (রহ.) বলেন, হিংসার মতো ধ্বংসাত্মক আর কিছু নেই। কারণ, যাকে হিংসা করা হয় তার কোনো ক্ষতি হওয়ার আগেই হিংসাকারী পাঁচটি শাস্তিতে আক্রান্ত হয়:

১. সর্বদা দুশ্চিন্তা ও মনোকষ্টে ভোগে।
২. এমন বিপদে পতিত হয়, যার বিনিময়ে কোনো সওয়াব লাভ হয় না।
৩. মানুষের নিন্দার পাত্রে পরিণত হয়, যার সহজ কোনো প্রতিকার নেই।
৪. আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের সম্মুখীন হয়।
৫. তার জন্য রহমতের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

নবী করিম (সা.) আরও ইরশাদ করেছেন:

“আল্লাহর নিয়ামতেরও শত্রু রয়েছে।”

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিয়ামতের শত্রু কারা?”

তিনি উত্তরে বললেন:

“যারা আল্লাহ তাআলার দেওয়া নিয়ামতের কারণে মানুষের প্রতি হিংসা পোষণ করে।”

হযরত মালেক ইবনে দিনার (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

“আমি অন্যদের ব্যাপারে কারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করি, কিন্তু একজন কারীর ব্যাপারে অন্য কারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করি না। কারণ তাদের মধ্যে অনেক সময় হিংসার প্রবণতা দেখা যায়।”

হিংসা একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি। এটি মানুষের অন্তরকে কলুষিত করে, আমল নষ্ট করে এবং সমাজে বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টি করে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত হিংসা থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যের কল্যাণে আনন্দিত হওয়া।

হিসাব-নিকাশের পূর্বেই জাহান্নামে গমন

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:

“ছয় শ্রেণির মানুষ ছয়টি কারণে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ শুরু হওয়ার আগেই জাহান্নামে যাবে।”

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা?”

তিনি ইরশাদ করলেন:

১. শাসকরা—অবিচারের কারণে।
২. নেতৃবৃন্দ—সাম্প্রদায়িকতা ও পক্ষপাতিত্বের কারণে।
৩. প্রভাবশালী ও ধনীরা—অহংকারের কারণে।
৪. ব্যবসায়ীরা—খিয়ানত ও অসততার কারণে।
৫. বয়োজ্যেষ্ঠরা—অবাধ্যতা ও গাফিলতির কারণে।
৬. আলেমরা—হিংসার কারণে।

এখানে উদ্দেশ্য হলো সেই সব দুনিয়ামুখী আলেম, যারা পার্থিব স্বার্থ ও সম্মান-প্রতিপত্তির জন্য ইলম অর্জন করে। এ ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায়ই অন্যের মর্যাদা, জ্ঞান বা গ্রহণযোগ্যতা দেখে হিংসার প্রবণতা জন্ম নেয়।

পক্ষান্তরে, যে আলেম একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং দীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করেন, তাঁর অন্তরে হিংসা থাকে না। ফলে তিনি এই ভয়াবহ সতর্কবাণীর অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

যারা দুনিয়াবি স্বার্থ, খ্যাতি বা পদমর্যাদার জন্য ইলম অর্জন করে, তাদের অন্তরে অন্যের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ জন্ম নিতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইহুদি আলেমদের সম্পর্কে বলেন:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

অর্থ: “আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দান করেছেন, সে জন্য কি তারা তাদেরকে হিংসা করে?” — Al-Quran

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা হিংসার নিন্দা করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন যে, অন্যের প্রাপ্ত নিয়ামতের কারণে হিংসা না করে আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

হিংসা মানুষের নেক আমল ধ্বংস করে, হৃদয়কে কলুষিত করে এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তির কারণ হতে পারে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত হিংসা থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং অন্যের কল্যাণে আনন্দিত হওয়া।

শয়তানের গল্প

হযরত মাওলানা ওয়ালিদ আহমদ (রহ.)-এর নিকট থেকে শোনা যায় যে, এক ব্যক্তি স্বপ্নে শয়তানকে একজন ফেরিওয়ালার আকৃতিতে দেখল। তার সঙ্গে অনেকগুলো পোঁটলা ছিল। কিন্তু সেগুলো ছিল খুবই বিচিত্র জিনিসে পরিপূর্ণ। কোনো পোঁটলায় পায়খানা, কোনো পোঁটলায় পেশাব, কোনো পোঁটলায় পুঁজ। এভাবে দুনিয়ার সব ধরনের নাপাক ও ঘৃণ্য বস্তু তার কাছে ছিল।

প্রতিটি পোঁটলায় আবার আলাদা আলাদা লেবেল লাগানো ছিল। কোথাও লেখা ছিল হাসাদ (হিংসা), কোথাও সম্পদের মোহ, কোথাও পদমর্যাদার মোহ ইত্যাদি।

এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করল, “তুমি এসব নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?”

শয়তান বলল, “এগুলো আমার ব্যবসার পণ্য। আমি এগুলো বিক্রি করতে যাচ্ছি।”

লোকটি বলল, “এই ময়লা-আবর্জনা কে কিনবে?”

শয়তান উত্তর দিল, “এগুলো কোথায় বিক্রি হয়, তা আমি ভালো করেই জানি। এই যে ‘সম্পদের মোহ’ লেখা পোঁটলাটি দেখছ, এটি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি হবে; তারা এর বড় ক্রেতা। আর এই যে ‘পদমর্যাদার মোহ’ ও ‘হাসাদ’ লেখা পোঁটলাগুলো দেখছ, এগুলো আলেমদের কাছে বিক্রি হবে; তারাই এর গ্রাহক।”

অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন, আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হিংসা, অহংকার, দুনিয়ার মোহ এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে হেফাজত করুন। আমিন

হিংসা থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব:

একজন বুয়ুর্গ বলেছেন, “হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ হিংসাই এমন একটি পাপ, যার মাধ্যমে আসমান ও জমিনে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার নাফরমানি সংঘটিত হয়েছিল।”

আসমানে সর্বপ্রথম হিংসার কারণে আল্লাহর নাফরমানি করেছিল শয়তান। যখন আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করার নির্দেশ দিলেন, তখন শয়তান হিংসা ও অহংকারবশত তা অস্বীকার করল। সে বলল:

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

“আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।”

— Al-Qur'an

আর জমিনে সর্বপ্রথম হিংসার কারণে আল্লাহর নাফরমানি করেছিল হযরত আদম (আ.)-এর পুত্র কাবিল। সে হিংসার বশবর্তী হয়ে তার ভাই হাবিলকে হত্যা করেছিল। এটিই ছিল পৃথিবীতে সংঘটিত প্রথম হত্যা এবং প্রথম বড় অপরাধ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

“তাদের কাছে আদমের দুই পুত্রের ঘটনা যথাযথভাবে বর্ণনা করুন। যখন তারা উভয়ে কুরবানি পেশ করল, তখন একজনের কুরবানি কবুল করা হলো এবং অন্যজনের কুরবানি কবুল করা হলো না। সে বলল, ‘আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব।’ অপরজন বলল, ‘আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকীদের পক্ষ থেকেই কবুল করেন।’”

— Al-Qur'an

শিক্ষা:

হিংসা মানুষের নেক আমল নষ্ট করে, হৃদয়কে কলুষিত করে এবং তাকে বড় বড় গুনাহের দিকে ঠেলে দেয়। তাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত হিংসা পরিহার করে অন্যের কল্যাণে খুশি হওয়া এবং আল্লাহ তাআলার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হিংসা, অহংকার ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাজত করুন। আমিন

হিংসার ক্ষতিকর পরিণতি ও বৈধ হিংসা:

হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রহ.) বলেন, “হিংসুকের কোনো প্রশান্তি নেই, কৃপণের কোনো মর্যাদা নেই, বিরজিকর মানুষের কোনো বন্ধু নেই, মিথ্যাবাদীর কোনো মানবিকতা নেই, বিশ্বাসঘাতকের কোনো নিরাপত্তা নেই এবং চরিত্রহীনের কোনো নেতৃত্ব নেই।”

জনৈক হাকিম বলেন, “হিংসুক জালিম, তবে তার পরিণতি মজলুমের চেয়েও করুণ।”

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (রহ.) বলেন, “আমি কাউকে কোনো কারণে হিংসা করিনি। কারণ যাকে হিংসা করব সে হয় জান্নাতি, নয়তো জাহান্নামী। যদি সে জান্নাতি

হয়, তাহলে আল্লাহ যার জন্য জান্নাত নির্ধারণ করেছেন তাকে আমি কীভাবে হিংসা করি? আর যদি সে জাহান্নামী হয়, তাহলে একজন জাহান্নামীকে হিংসা করার কোনো অর্থ নেই।”

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, “হে আদম সন্তান! তুমি তোমার ভাইকে কেন হিংসা কর? আল্লাহ যদি তাকে কোনো নেয়ামত দিয়ে থাকেন, তবে তিনি তাকে সম্মানিত করেছেন। আর আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেছেন, তুমি তাকে কীভাবে হিংসা কর? আর যদি সে আল্লাহর কাছে সম্মানিত না হয়, তবে এমন ব্যক্তিকে হিংসা করারই বা কী কারণ?”

ফকীহ সমরকান্দী (রহ.) বলেন, “তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় না— সুদখোর, অধিক গীবতকারী এবং যার অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ রয়েছে।”

হিংসার বৈধ প্রকার

হযরত সালিম (রহ.) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: “দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো প্রতি হিংসা (গিবতাহ) করা বৈধ নয়— এক, যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে দিন-রাত কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকে; দুই, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে।”

— সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

ফকীহ সমরকান্দী (রহ.) বলেন, হিংসা দুই প্রকার:

১. বৈধ হিংসা (গিবতাহ):

অন্যের কোনো ভালো গুণ বা নেয়ামত দেখে নিজের জন্যও আল্লাহর কাছে অনুরূপ নেয়ামত কামনা করা, তবে তার নেয়ামত নষ্ট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা না করা।

২. হারাম হিংসা (হাসাদ):

অন্যের কোনো নেয়ামত দেখে কামনা করা যে, সে তা থেকে বঞ্চিত হোক এবং তা আমার হয়ে যাক।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

“তোমরা এমন কিছু আকাঙ্ক্ষা করো না, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।”

(সূরা আন-নিসা: ৩২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

“তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো।”

(সূরা আন-নিসা: ৩২)

অর্থাৎ, অন্যের নেয়ামত নিজের জন্য কামনা না করে আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। তিনি যেমন অন্যকে দান করেছেন, তেমনি তোমাকেও দান করতে সক্ষম।

উপসংহার:

হিংসা মানুষের নেক আমল ধ্বংস করে, হৃদয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে। তাই একজন মুমিনের উচিত হিংসা পরিহার করে আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করা এবং অন্যের কল্যাণে আনন্দিত হওয়া।

হিংসুক আল্লাহর বিরোধিতায় লিঙ্গ:

জনৈক হাকিম বলেন, হিংসুক ব্যক্তি পাঁচভাবে আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা করে।

প্রথমত, আল্লাহ তাআলা অন্য কাউকে যে নেয়ামত দান করেছেন, সে তা অপছন্দ করে। অথচ আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ঈমানের দাবি।

দ্বিতীয়ত, সে নিজের তাকদীর ও ভাগ্যের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে। যেন সে বলতে চায়, “হে আল্লাহ! আপনি আমাকে কেন আরও বেশি দান করলেন না?”

তৃতীয়ত, সে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানের ব্যাপারে সংকীর্ণতা প্রদর্শন করে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ দান করেন, কিন্তু হিংসুক ব্যক্তি চায় না যে অন্য কেউ সেই নেয়ামত লাভ করুক। সে মনে করে, সবকিছু যেন শুধু তারই প্রাপ্য।

চতুর্থত, সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। কারণ আল্লাহ তাদের যে নেয়ামত ও মর্যাদা দান করেছেন, হিংসুক ব্যক্তি তা সহ্য করতে পারে না এবং চায় তারা যেন সে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়।

পঞ্চমত, সে আল্লাহর শত্রু ইবলিস শয়তানকে সাহায্য করে। কেননা শয়তানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো হিংসা ও অহংকার। হিংসুক ব্যক্তি তার এই স্বভাবের মাধ্যমে শয়তানের পথ অনুসরণ করে।

উপসংহার

হিংসা এমন একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি, যা মানুষের ঈমান, আমল ও চরিত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই একজন মুমিনের কর্তব্য হলো আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, অন্যের নেয়ামতে খুশি হওয়া এবং নিজের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করা।

হিংসা দূর করার কিছু উপায়:

হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা অন্যকে যে নিয়ামত দান করেছেন, তা সহ্য করতে পারে না। সে চায় অন্যের নিয়ামত নষ্ট হয়ে যাক। অথচ যদি সে চিন্তা করে যে, আল্লাহ তাআলা অমুককে একটি নিয়ামত দিয়েছেন এবং আমাকে অন্য একটি নিয়ামত দিয়েছেন, তাহলে তার অন্তর থেকে হিংসা দূর হয়ে যাবে। যেমন, কাউকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, আর আমাকে ইলম দান করেছেন।

হিংসার কারণে মানুষের মনে নানা ধরনের খারাপ ইচ্ছা জাগে। যেমন—তাকে অপমান করব, গালি দেব, কষ্ট দেব বা মানুষের সামনে ছোট করব। এসব ইচ্ছা ও কাজ হারাম। যেহেতু মানুষ এসব কাজ করতে সক্ষম, তাই এর বিপরীত ভালো কাজ করাও তার পক্ষে সম্ভব।

১. যার প্রতি হিংসা রয়েছে, তার প্রশংসা করুন

হিংসার কারণে তার সমালোচনা করতে ইচ্ছা হবে। কিন্তু আপনি তার প্রশংসা করুন। অবশ্যই মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত প্রশংসা নয়; বরং তার যে গুণগুলো সত্যিই প্রশংসনীয়, সেগুলো উল্লেখ করুন। পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যার মধ্যে কোনো ভালো দিক নেই। তাই তার ভালো গুণগুলো খুঁজে বের করে আলোচনা করুন।

২. বিনয়ের সঙ্গে মেলামেশা করুন

যদিও অন্তরে তার প্রতি বিরূপ মনোভাব থাকে, তবুও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে নম্রভাবে কথা বলুন এবং ভালো আচরণ করুন। জোর করে হলেও ভদ্রতা বজায় রাখুন।

৩. তার দুঃখ-কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করুন

তার কোনো বিপদ, কষ্ট বা দুঃখ হলে সহানুভূতি প্রকাশ করুন। তার সামনেও করুন এবং অন্যদের সামনেও করুন। এতে অন্তরের কঠোরতা কমে যায়।

৪. তাকে হাদিয়া দিন

মাঝে মাঝে তাকে উপহার দিন। এতে তার অন্তরে আপনার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এবং আপনার অন্তরেও তার প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে।

অনেক মানুষের জন্য অন্য কাজ সহজ হলেও অর্থ ব্যয় করা কঠিন। কিন্তু হিংসা দূর করার জন্য এই ত্যাগও জরুরি। যখন আপনি এমন কাউকে উপহার দেন, যার প্রতি আপনার মনে বিদ্বেষ আছে, তখন নিজের নফসের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়। এর মাধ্যমে হিংসার রোগ দূর হতে শুরু করে।

নিয়মিত আমল করার গুরুত্ব

হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, এই কাজগুলো কিছুদিন নিয়মিত করতে হবে। অন্তত বিশবার এসব কাজ করার চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ হিংসা দূর হয়ে যাবে।

এক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.)-কে চিঠি লিখে জানালেন যে, অমুক ব্যক্তির প্রতি তার মনে হিংসা রয়েছে। উত্তরে হযরত থানভী (রহ.) বললেন, “তার সম্মান করো, তার প্রশংসা করো এবং তাকে হাদিয়া দাও। অন্তত বিশবার এভাবে করলে ইনশাআল্লাহ হিংসা দূর হয়ে যাবে।”

আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরকে হিংসা, বিদ্বেষ ও অহংকার থেকে পবিত্র রাখুন। আমীন।

অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত রাখার ফজিলত:

নবী ﷺ হযরত আনাস (রা.)-কে বললেন:

“হে আনাস! তোমার অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি প্রতারণা, বিদ্বেষ বা খারাপ মনোভাব রেখে রাতে ঘুমাতে যেও না এবং সকালে ঘুম থেকে উঠো না। এটাই আমার সুন্নত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের ওপর আমল করে, সে আমাকে ভালোবাসে। আর যে আমাকে ভালোবাসে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।

হে আনাস! তুমি আমার এই উপদেশ মেনে চলো এবং এর ওপর আমল করো। তাহলে মৃত্যু তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হয়ে যাবে, কারণ তাতেই তোমার শান্তি রয়েছে।”

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের অন্তরকে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে পবিত্র রাখা।

জান্নাতি ব্যক্তির ঘটনা

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বসে ছিলাম।

তিনি বললেন, “এখন তোমাদের কাছে একজন জান্নাতি ব্যক্তি আসবে।”

কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। পরদিনও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই কথা বললেন এবং সেই একই ব্যক্তি এলেন। তৃতীয় দিনও একই ঘটনা ঘটল।

তখন Abdullah ibn Amr ibn al-As সেই ব্যক্তির রহস্য জানার জন্য তার কাছে গিয়ে বললেন, “আমার বাবার সঙ্গে আমার কিছু মতবিরোধ হয়েছে। আমি তিন দিন তার কাছে যাব না। আপনি কি আমাকে এই কয়েক দিন আপনার সঙ্গে থাকার অনুমতি দেবেন?”

লোকটি সম্মতি দিলেন।

আব্দুল্লাহ (রা.) তিন দিন তার সঙ্গে অবস্থান করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, লোকটি বিশেষ কোনো অতিরিক্ত ইবাদত করেন না। রাতে বেশি নফল নামাজ পড়েন না, নিয়মিত নফল রোজাও রাখেন না। তবে তিনি ঘুমানোর আগে আল্লাহর জিকির করতেন এবং ফজরের সময় উঠে সুন্দরভাবে অজু করে নামাজ আদায় করতেন।

তিন দিন পর আব্দুল্লাহ (রা.) তাকে বললেন, “আসলে আমার বাবার সঙ্গে কোনো ঝগড়া হয়নি। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম, কী এমন আমল করেন যার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে বারবার জান্নাতি বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আমি তো আপনাকে বিশেষ কোনো আমল করতে দেখলাম না।”

তখন লোকটি বললেন, “তুমি যা দেখেছ, আমি মূলত তাই করি। তবে একটি বিষয় আছে—আমার অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ নেই। আল্লাহ কাউকে যে নিয়ামত দিয়েছেন, তার জন্য আমি কখনো হিংসা করি না।”

এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন,

“এই গুণই আপনাকে সেই মহান মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে, আর এটাই সেই কাজ যা আমরা অনেকেই করতে পারি না।”

শিক্ষা

অন্তরকে হিংসা ও বিদ্বেষমুক্ত রাখা জান্নাতে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

অন্যের নিয়ামত দেখে হিংসা না করে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

বাহ্যিক আমলের পাশাপাশি অন্তরের পবিত্রতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলমানের প্রতি শুভকামনা রাখা ঈমানের সৌন্দর্য।

আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরকে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে পবিত্র রাখুন।
আমীন।

হিংসূকের পরিণতি:

কথিত আছে, হিংসূক ব্যক্তি সমাজের কাছে নিন্দা ও লাঞ্ছনা পায়, ফেরেশতাদের কাছ থেকে লানত ও অভিশাপ লাভ করে। যখন সে একা থাকে, তখন তার অন্তর জ্বালা-পোড়ায় ভুগতে থাকে, চিন্তা ও অশান্তিতে দিন কাটে। আর বিপদ-আপদের সময় মানুষের কাছে অপমান ও তিরস্কারের সম্মুখীন হয়।

হিংসা এমন একটি মারাত্মক রোগ, যা মানুষের নেক আমল নষ্ট করে এবং অন্তরের শান্তি কেড়ে নেয়। হিংসূক ব্যক্তি অন্যের সুখ-সমৃদ্ধি দেখে কষ্ট পায়, ফলে সে নিজেও কখনো প্রকৃত সুখ ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে না।

তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের অন্তরকে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে পবিত্র রাখা এবং অন্যের কল্যাণ কামনা করা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হিংসা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

অর্থ: “সঠিক বিষয় আল্লাহই সর্বাধিক ভালো জানেন।”

উপসংহার:

কথার সারমর্ম হলো, মানুষের অন্তরে যখন ইখলাস (একনিষ্ঠতা) বৃদ্ধি পায়, তখন হিংসা ধীরে ধীরে নির্মূল হয়ে যায়। তাই হিংসা থেকে বাঁচার অন্যতম বড় উপায় হলো অন্তরে ইখলাস সৃষ্টি করা। যত বেশি ইখলাস বৃদ্ধি পাবে, ততই অন্তর থেকে হিংসা দূর হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এসব কথার ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: “আর আমাদের শেষ কথা হলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।”

আমীন।

তথ্য সূত্র :

- 1.তাম্বিল গাফেলিন
- 2.ইসলাহী মাজালিস